BANGLADESH REUNION COVERAGE - 1

BANGLADESH

News

Dhaka

JULY 2023

The Daily Star
BANGLADESH

Star Digital Report

Fri Jul 21, 2023 10:15 PM

After 21 years, 'missing' man returns home from India

A Bangladeshi national returned home from India through Banglabandha land port in Panchagarh today, 21 years after he went missing.

The returnee is Matiur Rahman, 36, son of Sahidul Islam of Akhanagar-Debiduba village in Thakurgaon's Sadar upazila, reports our Thakurgaon.

Indian immigration police formally handed Matiur over to Banglabandha Immigration police this afternoon, said Khairul Islam, assistant sub-inspector of Banglabandha police.

Matiur's father Sahidul Islam said his son went missing in 2002 while he was 15 years old. After failing to find him, they filed a general diary with Thakurgaon Police Station in this regard.

Indian social worker Nitish Sharma said Matiur was rescued by Shraddha Rehabilitation Foundation in India in a disoriented state from a road in Karjat area of India's Maharastra in June, 2019 and brought him to its custody.

After examining him he was diagnosed as a patient of schizophrenia, said Nitish, adding that due to the Covid-19 pandemic, the procedure of returning him to Bangladesh stopped.

Later, the foundation identified the boy through Noakhali Gandhi Ashram Trust in Bangladesh and started the procedure of his return.
What happened to Matiur before that and how he ended up in India remain a mystery.

Nitish Sharma further said she and Dr Swarali K Kondwilkar, a physician of the foundation, will stay at Matiur's house for 2/3 days for observation.

Matiur's mother Morjina Begum, expressing her gratitude, said she always believed her son will return to her one day.

Saifun Nahar, younger sister of the youth, said her brother went missing when she was in class four and he was in class nine.

"After about two decades we got him back, no need to say what a joyous day today is for us, our family. We are grateful to all who helped in his homecoming," added Nahar.

BANGLADESH
REUNION
COVERAGE - 2

BANGLADESH

News

Dhaka

JULY 2023

The Daily Star
YOUR RIGHT TO KNOW
SECOND EDITION
DHAKA SATURDAY JULY 22, 2023
REGD. NO. DA 781 | VOL. XXXIII NO. 181 | SRABAN 7, 1430 BS | www.thedailystar.net | MUHARRAM 3, 1445 HIJRI | 16 PAGES : TK 15.00

Missing son returned home after 21 years

OUR CORRESPONDENT, *Thakurgaon*

A Bangladeshi national was returned from India through Banglabandha land port in Panchagarh yesterday, 21 years after he went missing.

Matiur Rahman, 36, of Akhanagar-Debiduba village in Thakurgaon's Sadar upazila, went missing in 2002 while he was 15 years old, reports our Thakurgaon correspondent quoting Matiur's father Sahidul Islam.

After failing to find him, they filed a general diary with Thakurgaon Police Station in this regard.

Indian immigration police formally handed Matiur over to Banglabandha Immigration police yesterday afternoon, said Khairul Islam, assistant sub-inspector of Banglabandha police.

Indian social worker Nitish Sharma said Matiur was rescued by Shraddha Rehabilitation Foundation in India in a disoriented state from a road in Karjat area of India's Maharastra in June, 2019 and brought him to its custody.

Matiur was diagnosed as a patient of schizophrenia, said Nitish.

Later, the foundation identified the boy through Noakhali Gandhi Ashram Trust in Bangladesh and started the procedure of his return.

What happened to Matiur before that and how he ended up in India remain a mystery.

Nitish Sharma further said she and Dr Swarali K Kondwilkar, a physician of the foundation, will stay at Matiur's house for 2/3 days for observation.

Matiur's mother Morjina Begum, expressing her gratitude, said she always believed her son will return to her one day.

Saifun Nahar, younger sister of the youth, said her brother went missing when she was in class four and he was in class nine.

"After about two decades we got him back. I can't describe how joyous a day today is for us, our family. We are grateful to all who helped in his homecoming," added Nahar.

Matiur's parents hug him on his return to the country at Banglabandha yesterday.

PHOTO: **COLLECTED**

BANGLADESH
REUNION
COVERAGE - 3

BANGLADESH
News

BENGALI

PROTHOM ALO
Dhaka

JULY 2023

প্রথম আলো

নগর সংস্করণ

ঠাকুরগাঁও

শনিবার

২২ জুলাই ২০২৩
৭ শ্রাবণ ১৪৩০, ৩ মহররম ১৪৪৫
প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

২১ বছর পর পরিবারে মতিউর

‘চোখের জলে ভাইকে বরণ করেছি’

রাজিউর রহমান, *পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা থেকে*

‘চোখের জল দিয়ে ভাইকে বরণ করেছি, তবে আজকের এই চোখের জল আনন্দের।’ বলছিলেন সাইফুন নাহার। তিনি ২১ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মতিউর রহমানের (৩৬) ছোট বোন। সেই মতিউর রহমান গতকাল শুক্রবার ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন। তবে কীভাবে তিনি ভারতে গেলেন, সেই রহস্যের জট খোলেনি।

গতকাল ঘড়ির কাঁটায় সময় তখন বেলা ২টা ২২ মিনিট। পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের শূন্যরেখায় ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে হেঁটে হেঁটে বাংলাদেশে এলেন মতিউর। বাঁধভাঙা আবেগে দৌড়ে গিয়ে মতিউরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা মর্জিনা বেগম ও বোন সাইফুন নাহার। পেছন থেকে বাবা সহিদুল ইসলামও মতিউরকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। স্বজনদের কান্না দেখে কাঁদলেন মতিউরও। ২১ বছর প্রিয়জনদের আনন্দের কান্না।

সাইফুন নাহার (৩২) বললেন, ‘আমি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি, ভাইয়া (মতিউর) তখন নবম শ্রেণিতে পড়ত। তখনই সে হারিয়ে যায়। ২১ বছর পর ভাইয়াকে পেয়ে অন্য রকম খুশি লাগছে।’

এর আগে ২০০২ সালে ১৫ বছর বয়সে হারিয়ে গিয়েছিলেন মতিউর। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

২১ বছর পর হারানো ছেলে মতিউর রহমানকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন বাবা সহিদুল ইসলাম ও মা মর্জিনা বেগম। গতকাল দুপুরে পঞ্চগ
বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের শূন্যরেখায়। ছবি : রাজিউর রহমান

‘চোখের জলে ভাইকে বরণ করেছি’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আখানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ দেবীডাঙ্গা গ্রামের সহিদুল ইসলাম ও মর্জিনা বেগম দম্পতির বড় ছেলে মতিউর। তাঁর জন্ম ১৯৮৭ সালে। ২০০২ সালে ছেলে হারানোর বিষয়ে ঠাকুরগাঁও থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন মতিউরের বাবা। খোঁজ করছিলেন সম্ভাব্য সব জায়গায়, কিন্তু সন্ধান পাননি।

গতকাল ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মা মর্জিনা বেগম বলছিলেন, ‘কত বছর পর আমার বুকের হারানো ধন খুঁজে পেলাম। কলিজাটা ফিরে এল, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছে। যারা আমার মানিকটাকে ফেরত দিল, তাদের জন্য সারা জীবন দোয়া করব।’

মতিউর রহমানকে দেশে ফিরিয়ে দিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল ভারতের শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মতিউরকে পরিবারের কাছে তুলে দিতে বাংলাদেশে এসেছেন শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের মানসিক চিকিৎসক সয়োরালি কে কোন্ডইলকার ও সমাজকর্মী নীতিশ শর্মা। মতিউর বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বাংলাবান্ধা অভিবাসন পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের ফুলবাড়ী ইমিগ্রেশন পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশে ফেরার পর মতিউর রহমান বলেন, ‘অনেক দিন পর মা-বাবার কাছে এসে ভালো লাগছে। এখন আমি বাড়ি যেতে চাই। আমার খুব বেশি কিছু মনে নেই।’

গতকাল সকালেই মতিউরের মা-বাবা, বোন ও স্বজনেরা বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের শূন্যরেখায় আসেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে আখানগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রোমান বাদশাহ, একই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হুমায়ুন কবীরও আসেন। মতিউরকে নিয়ে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষে বিকেলে বাড়ির পথে রওনা দেন স্বজনেরা। তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের চিকিৎসকসহ দুই প্রতিনিধিও যান।

শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের সমাজকর্মী নীতিশ শর্মা বলেন, ২০১৯ সালের জুনে ভারতের মহারাষ্ট্রের কারজাত এলাকার রাস্তা থেকে মতিউর রহমানকে তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়ার পর জানতে পারেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশে। বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে আজ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে অনেক আনন্দিত।

গত ২৭ জুন দেশে ফেরার কথা ছিল মতিউরের। ওই দিন ফিরতে না পেরে ভারতের ফুলবাড়ী সীমান্ত থেকে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকতে তাঁর অনুমতিপত্রের (এক্সিট পারমিট) প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি না থাকায় ওই দিন তিনি ফিরতে পারেননি।

BANGLADESH
REUNION
COVERAGE - 4

BANGLADESH
News

BENGALI

PROTHOM ALO
Thakurgaon

JULY 2023

প্রথম আলো

নগর সংস্করণ

ঠাকুরগাঁও

শনিবার

২২ জুলাই ২০২৩

৭ শ্রাবণ ১৪৩০, ৩ মহররম ১৪৪৫

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

প্রথম আলো

জেলা

BANGLADESH

‘২১ বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এর চেয়ে আর আনন্দের কী আছে’

মজিবর রহমান খান | ঠাকুরগাঁও | প্রকাশ: ২২ জুলাই ২০২৩, ১৬: ৩১

ঠাকুরগাঁওয়ে নিখোঁজের ২১ বছর পর বাড়ি ফেরা মতিউরের সঙ্গে ভাগনে নূর সাদের দুষ্টুমি। আজ শনিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে সদর উপজেলার দেবীডাঙ্গা গ্রামেছবি: প্রথম আলো

২১ বছর পর ঈদের দুই দিন আগে নিখোঁজ ছেলে ভারত থেকে বাড়ি ফিরবেন, এই খবর সহিদুল ইসলাম ও মর্জিনা বেগম দম্পতির ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য মতিউরের অনুমতিপত্র (এক্সিট পারমিট) না থাকায় শেষমেশ দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। এতে ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে যায় সহিদুল আর মর্জিনার। তবে গতকাল শুক্রবার বিকেলে ফিরে এসেছেন মতিউর। তাঁকে ঘিরে স্বজনদের এখন ঈদ আনন্দ।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আখানগর ইউনিয়নের দেবীডাঙ্গা গ্রামের সহিদুল ইসলাম ও মর্জিনা বেগম দম্পতির বড় ছেলে মতিউর রহমান। ২০০২ সালে ১৫ বছর বয়সে তিনি হারিয়ে যান। ছেলে হারানোর ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন মতিউরের বাবা। খোঁজখবর নিয়েছিলেন সম্ভাব্য সব জায়গায়, কিন্তু ছেলের সন্ধান মেলেনি।

২০১৯ সালের জুনে র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া ভারতের শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের কর্মীরা মহারাষ্ট্রের কারজাত এলাকার রাস্তা থেকে মতিউরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে সম্ভাব্য সিজোফ্রেনিয়ার রোগী হিসেবে শনাক্ত করেন। চিকিৎসার একপর্যায়ে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশে। পরে মতিউরকে বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া করে শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন।

২৭ জুন মতিউর রহমান দেশে ফিরছেন–এমন তথ্য জানিয়ে শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভরত ভাটওয়ানি একটি ই-মেইল প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, আইসিডিডিআরবির (আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ) জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরীসহ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জানান। ভরত ভাটওয়ানির সেই ই-মেইলে কোথায়, কীভাবে মতিউর রহমানকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কীভাবে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল, সেই বর্ণনা ছিল।

পরিবারের কাছে তুলে দিতে গত ২৭ জুন মতিউরকে সীমান্তে এনেছিলেন শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের সমাজকর্মী নীতীশ শর্মাসহ কয়েকজন। মতিউরের ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য এক্সিট পারমিটের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি না থাকায় দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। তাঁকে আবার মুম্বাই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন নীতীশ শর্মা বলেছিলেন, ‘এক্সিট পারমিট’ সংগ্রহ করে আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে মতিউরকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এরপর গতকাল মতিউরকে সঙ্গে নিয়ে নীতীশ শর্মা, ফাউন্ডেশনের মানসিক চিকিৎসক সয়োরালি কে কোন্ডইলকার বাংলাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকেন। সে সময় মতিউরের স্বজনেরা সীমান্তে তাঁদের বরণ করে নেন।

আজ শনিবার সকালে মতিউরদের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, সেখানে উৎসবের আমেজ। আশপাশের লোকজন ও স্বজনেরা দল বেঁধে আসছেন। কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে আসছেন খাবার। তাঁরা মতিউরের সঙ্গে দেখা করে নানা কথা জানতে চাচ্ছেন। সে সময় মতিউরের মা-বাবা তাঁদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করান।

মতিউরের খালা মহসিনা বেগম পাশের গ্রামে থাকেন। তিনি মতিউরের জন্য খাসির মাংস রান্না করে এনেছেন। মামা মইনুল ইসলাম এনেছেন মতিউরের পছন্দের মিষ্টি। মহসিনা বাড়িতে ঢুকেই মতিউরকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ‘মোর কলিজাখান, কত দিন পর তোক দেখিনু।’ এ কথা বলেই প্যাকেট থেকে একটি মিষ্টি তুলে মতিউরকে খাওয়ালেন তিনি।

মতিউর যখন নিখোঁজ হন, তখন তাঁর ছোট বোন সাইফুন নাহার চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেন। এই ২১ বছরে তাঁর বিয়ে হয়েছে। দুই সন্তান হয়েছে। সাইফুনের বড় ছেলে মোহাম্মদ নূর সাদ বলে, ‘মায়ের মুখে শুনতাম আমার এক মামা হারিয়ে গেছে। সেই মামা ফিরে এসেছে। এতে মা খুব খুশি।’ আর সাইফুন নাহার বললেন, ‘সবাই ভাইকে অনেক খুঁজেছি। তাঁকে পেলাম ২১ বছর পর। ভাইকে পেয়ে আমরা যে কেমন খুশি, তা বোঝানো যাবে না।’

মতিউরের মা মর্জিনা বেগম বললেন, ‘আমরা আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজন মিলে ভালোমন্দ রান্নার আয়োজন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভারত থেকে যে অতিথিরা এসেছেন, তাঁরা সবজি ছাড়া কিছু খান না। তাই সেটা করা যায়নি। তবে আত্মীয়রা সবাই কিছু না কিছু নিয়ে আসছেন, তা-ই সবাই খাচ্ছি।’

মতিউর রহমানের বাবা সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘২১ বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এর চেয়ে আর আনন্দের কী আছে? গেল ২১ বছরের সব ঈদের খুশি মেলালে যেটুকু আনন্দ হবে, ছেলেকে ফিরে পেয়ে আমরা তার চেয়ে বেশি আনন্দিত।’

মতিউরের পরিবারের সঙ্গে বাংলাবান্ধা সীমান্তে গিয়েছিলেন সদর উপজেলার আখানগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রোমান বাদশাহ। তিনি বলেন, ছেলেকে পেয়ে ওই পরিবারে এখন ঈদের আনন্দ লেগেছে।

মতিউরের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে এসেছেন নীতীশ শর্মা ও সয়োরালি কে কোন্ডইলকার। গতকাল থেকে মতিউরের পরিবার আর স্বজনদের সঙ্গে গল্প করেই দিন কাটছে তাঁদের। এলাকায় মানসিক রোগী আছে জানতে পেরে সয়োরালি কে কোন্ডইলকার সেখানে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের প্রস্তাব দেন। আজ সকালে সাড়ে ১০টা থেকে তাঁরা রোগীর সঙ্গে কথা বলে পরামর্শের পাশাপাশি ওষুধ দেন। সেই ফাঁকে নীতীশ শর্মা বলেন, ‘মতিউরের বাড়িতে এসে আমরা অভিভূত। মতিউরকে দেখতে মানুষের ঢল দেখেছি। তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পেরে বেশ তৃপ্তিবোধ করছি।’

BANGLADESH REUNION COVERAGE - 5

BANGLADESH
News

BENGALI

PROTHOM ALO
Dhaka

JULY 2023

প্রথম আলো
নগর সংস্করণ
ঠাকুরগাঁও
শনিবার
২২ জুলাই ২০২৩
৭ শ্রাবণ ১৪৩০, ৩ মহররম ১৪৪৫
প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

২১ বছর পর দেশে ফিরছেন হারানো ছেলে, আনন্দে ভাসছে পরিবার

শিশির মোড়ল ঢাকা

আপডেট: ২৬ জুন ২০২৩, ১৯: ৪০

মতিউর রহমানছবি: সংগৃহীত

২০০২ সালের কথা। মতিউর রহমানের বয়স তখন ১৫। মা-বাবার বুক শূন্য করে হারিয়ে যান তিনি। এর পর থেকে হন্যে হয়ে দেশের সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে। মতিউরের দেখা পাওয়া যায়নি। ২১ বছর পর হারানো সেই ছেলেকে ফিরে পাচ্ছেন ঠাকুরগাঁওয়ের সহিদুল ইসলাম-মর্জিনা বেগম দম্পতি।

আগামীকাল মঙ্গলবার ভারত থেকে মতিউরের দেশে ফেরার কথা। তিনি ফিরবেন দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে। তবে মতিউর কবে, কীভাবে দেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন, সেই জট এখনো খোলেনি।

হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় বাবা সহিদুল ইসলাম আর মা মর্জিনা বেগম। সহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কাল তাঁকে হিলি যেতে বলা হয়েছে। তাঁর ছেলে মতিউর দেশে ফিরবেন।

ঠাকুরগাঁও জেলার আখানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ দেবিডাঙ্গা গ্রামের সহিদুল ইসলাম ও মর্জিনা বেগম দম্পতির বড় ছেলে মো. মতিউর রহমান। তাঁর জন্ম ১৯৮৭ সালে।

২০০২ সালেই ছেলে হারানোর কথা ঠাকুরগাঁও থানায় জানিয়েছিলেন উল্লেখ করে সহিদুল ইসলাম বলেন, 'সারা বাংলাদেশে ছেলেকে খুঁজেছি। কোথাও পাইনি।'

কাল ২৭ জুন মতিউর রহমান দেশে ফিরছেন—এ তথ্য জানা গেছে র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া ভারতের শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভরত ভাটওয়ানির পাঠানো একটি ই-মেইল থেকে।

ওই ই-মেইল তিনি পাঠিয়েছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, আইসিডিডিআরবির (আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ) জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরিসহ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। ভরত ভাটওয়ানির চিঠিতে কোথায়, কীভাবে মতিউর রহমানকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কীভাবে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল, সেই বর্ণনা আছে।

শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা রাস্তায় থাকেন, তাঁদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ করে। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কেরালা, ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং প্রতিবেশী দেশ নেপালের মানসিকভাবে অসুস্থ ১০ হাজারের বেশি মানুষকে তারা সেবা দিয়েছে। সুস্থ করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের সমাজকর্মীরা ভারতের মহারাষ্ট্রের কারজাত এলাকার রাস্তা থেকে মো. মতিউর রহমানকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন। সময়টা ছিল ২০১৯ সালের জুন মাস। তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের চিকিৎসকেরা তাঁকে চিকিৎসা দেন। মতিউরকে সম্ভাব্য সিজোফ্রেনিয়ার রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়। একসময় জানা যায়, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশে।

এরপর করোনা মহামারি শুরু হয়। অন্যান্য অনেক কাজের মতো মতিউরের বাড়ি খোঁজার বিষয়টিও স্থবির হয়ে পড়ে।

করোনা মহামারির ভয়াবহতা কমে আসার পর আহমেদাবাদের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা স্নেহালয় বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত হয়। মতিউরকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের রাহা নবকুমার ও তাঁর স্ত্রী তন্দ্রা বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের নীতীশ শর্মা। নীতীশ শর্মা একজন বাঙালি। রাহা নবকুমার ও তন্দ্রা বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একসময় ঠাকুরগাঁওয়ে মতিউরের পরিবার খুঁজে পাওয়া যায়।

মতিউরের বাবা সহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মাস ছয়েক আগে একটি ফোন আসে। ফোনে ছেলে বেঁচে আছেন, ভারতে আছেন জানানো হয়। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হয়েছে। এরপর ছেলে ফেরত আসার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আজহা আগামী বৃহস্পতিবার। এর দুই দিন আগে মতিউরকে ফিরে পাবেন তাঁর মা–বাবা, পরিবার ও স্বজনেরা। ঈদের ঠিক আগে এই পুনর্মিলন কতটা আনন্দের হবে, সে কথাও চিঠিতে লিখতে ভোলেননি শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভরত ভাটওয়ানি।